শিশুর অনন্ত জিজ্ঞাসা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ঢাকের সঙ্গে বাচ্চাদের এই একটা মিল আছে। যত(ণ না বোল ফুটছে তত(ণই নিশ্চিন্ত। তারপর শু(হয় প্রশ্নবাণ। অ(য় তূণীরই বটে! প্রশ্ন আর ফুরোয় না। আর কী সব প্রশ্ন

- আচ্ছা, পিঁপড়ে যে লাইন করে গর্তে ঢোকে, তার ভেতরে কী আছে আমাদের মতো বাড়িঘর? রান্নাঘর থাকে?
- আকাশ থেকে যখন বিষ্টি পড়ে তখন একসঙ্গে হুড়হুড় করে পড়ে না কেন? টিপ্ টিপ টিপ্। বিচ্ছিরি।
- সব মুরগি ডিম থেকে হয় না কেন? কোনো কোনো মুরগি বাচ্চাও পাড়ে। তা-ই না?
- জিনিস ভাঙার আওয়াজ আর পড়ার আওয়াজ দু-রকমের কেন?
- সব মানুষ যদি বক হয়ে যায়, তাহলে?
- ছোটো থেকে বড় হয়, বড় থেকে ছোটো হয় না কেন?
- ভূত আছে না নেই? যদি না থাকে তো কেন নেই?
- তেলে তো দেখি আগুন লাগে, জলে নেভে কেন?
- টাক পড়ে কেন?
- কে প্রথম সাঁতার কাটতে শিখেছিল?
- অনের দিন ধরে ফোটালেও পাথর কি সেদ্ধ হবে না?

বাচ্চারা যত প্রশ্ন করে তার উত্তর দেওয়ার (মতা ভূভারতের কাও নেই। গোটা কয়েক বিশ্বকোষ মুখস্থ থাকলেও কোনো লাভ হবে না। প্রশ্নের ধরণ - ধারণও দেখার মতো। কোথাও হয়তো সে জানতে চাইছে একটা নাম বা শব্দ। কোথাও বা কোনো জিনিস কীভাবে কাজ করে তার ব্যাখ্যা। আর কতক প্রশ্নের তো কোনো মাথামুণ্ডু নেই। বাবা - মা, কাকা - পিসি - সকলেরই অভিজ্ঞতা এক বাচ্চাদের সব কথার জবাবা দেওয়া অ-স-ম্-ভ-ব।

তাহলে কী করবেন? যেগুলোর উত্তর জানেন সেগুলো না-হয় বললেন। তারপর? ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবেন? নাকি, তার মন অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবেন? যা-ই ক(ন, হার মানতে হবেই। কিন্তু ছোটোদের কাছে বারে বারে হেরে যেতে কারই বা ভালো লাগে? অথচ সব প্রশ্নের জবাব তো দেওয়া যাবে না। হেমচন্দ্র বলে এক জৈন পণ্ডিতকে বলা হতো ‘কলিকালসর্বজ্ঞ’। আরিস্তোতলকেও ইওরোপের লোক তা-ই একটা উত্তর দিয়ে কদ্দিন আর সবজান্তা হওয়া যায় না। ওটা চালিয়াতিরই আর-এক নাম। যা -তা একটা উত্তর দিয়ে কদ্দিন আর চলবে? একদিন -না - একদিন ধরা পড়ে যাবেই। তখন? বেইজ্জতির একশেষ।

রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের ম্যাট্রিকুলেশন ট্র্যান্স্লেশন বইতে একটা চমৎকার প্যাসেজ ছিল

> ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তিন চারি বৎসর বয়ঃত্র(মকালে যদি তিনি (উইলিয়াম জোনস), কোনও বিষয় জানিবার অভিলাষে, আপন জননীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন, ‘পড়িলেই জানিতে পারিবে।’

ছোটোবেলায় পড়ে মনে হয়েছিল এতে আর কী এমন বুদ্ধির পরিচয় হলো? পড়লে জানা যাবে, ভুগলে সয়ে যাবে, সেরে গেলে ভালো হয়ে যাবে - এ তো জানা কথা। এখন বুঝি মহিলা সত্যিই ‘বিল(ণ বুদ্ধিমতী’ ছিল। তৈরি জবাব না দিয়ে ছেলের অশেষ উপকার করেছিলেন। প্রশ্নটা যখন করছ, উত্তরটাও তখন নিজেও খুঁজে নাও। পড়ো।

কিন্তু ঐ অনন্ত জিজ্ঞাসা নিবারণের মতো অসীম ভাণ্ডার পাবেন কোথায়? জোগান দিয়ে জীবনে কুলোতে পারবেন না। দামের কথা ছেড়েই দিলুম - কখন কোন্ প্রশ্ন শিশুর মাথায় চাগাড় দেবে তার কি কোনো ঠিক আছে? ক’টা বিশ্বকোষ কিনবেন? ঘরে রাখবেন কত রকমের ‘জ্ঞানের আলো’ মার্ক বই?

তার চেয়ে বরং বাচ্চাকে ভর্তি করে দিন কোনো লাইব্রেরিতে। সে নিজেই খুঁজে নিক তার জিজ্ঞাসার উত্তর।

তবে একটা ব্যাপার সাবধান থাকা ভালো। একটু নজর রাখবেন একটা ছোঁয়াচে রোগের বড্ড উৎপাত হয়েছে। তার নাম ক্যুইজোম্যানিয়া। প্রজ্ঞা নয়, জ্ঞাণ নয়, শুধু কিছু উৎকট উদ্‌মক্কা খবর জোগাড়ের ঝোঁক। দুনিয়ার অদরকারি জিনিসের আস্তাকুঁড় ঘেঁটে কিছু নাম আর সাল মুখস্থ করা - এই রোগে যেন না ধরে। যেমন ইচ্ছে পড়ুক, যে-বই পছন্দ হয় তারই পাতা ওল্টাক, সাধারণ অ-সাধারণ সব জ্ঞানের স্রোত থেকে আকণ্ঠ পান ক(ক - শুধু যেন ক্যুইজো - ম্যানিয়া-র খপ্পরে না পড়ে।

বই পড়া, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৯২